সুরা ফালাক ও সুরা নাস

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ হাদীসের আলোকে সুরা ফালাক সুরা নাস সম্পর্কে আলোচনা করা।

১০১৬ (রিয়াদুস সালেহীন) হযরত আবু সাঈদ খুদরী(রাঃ)থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ(সাঃ)জ্বিন ও মানুষের নজর লাগা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় কামনা করেছেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত ‘কুল আ’উযু বিরাব্বিল ফালাক’(সুরা ফালাক) ও ‘কুল আ’উযু বিরাব্বিল নাস’(সুরা নাস)সুরা দু’টি অবতীর্ণ হয়। এ সুরা দু’টি অবতীর্ণ হবার পর তিনি এ দু’টি কে সে উদ্দেশ্যে বরণ করে নিয়েছেন এবং অন্য কিছু পরিহার করেছেন।(তিরমিযী-২০৫৮, সহীহ আল জামি’-৪৯০২,সহীহ ইবনে মাজাহ-২৮৩০)।

১০১৫(রিয়াদুস সালেহীন) হযরত উকবা ইবনে আমীর(রাঃ)থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ(সাঃ) ইরশাদ করেছেনঃ তোমরা কি জাননা, আজ রাতে এমন কতিপয় আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে যার কোন দৃষ্টান্ত ইতোপূর্বে ছিল না? (সে আয়াতসমূহ হচ্ছে) ‘কুল আ’উযু বিরাব্বিল ফালাক’(সুরা ফালাক) ও ‘কুল আ’উযু বিরাব্বিল নাস’(সুরা নাস) অর্থাৎ সুরা ফালাক ও সুরা নাস’।(মুসলিম ৮১৪, তিরিমিযী ২৯০২, নাসায়ী ৯৫৩,৯৫৪,৫৪৩০, ৫৪৩১, ৫৪৩৩, ৫৪৩৮,৫৪৩৯, ৫৪৪০, আবু দাউদ-১৪৬২, আহমদ ১৬৮৪৫,১৬৮৭১, ১৬৮৮৩, ১৬৮৯০,দায়েমী-৩৪৩৯, ৩৪৪০)

১০১৪(রিয়াদুস সালেহীন)হযরত আনাস(রাঃ)বর্ণনা করেছেনঃ এক ব্যক্তি বলেছিলঃ ইয়া রাসুলুল্লাহ! এ “কুল হু আল্লাহু আহাদ”ইখলাস সুরাটি মহব্বত করি”। উত্তরে তিনি বলেন “তোমার এ সুরাটির প্রতি মহব্বত তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।(তিরমিযী ২৯০১, বুখারী মুয়াল্লাক-৭৭৪)

১০১৩(রিয়াদুস সালেহীন)।হযরত আবু হুরায়রাহ(রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ(সাঃ) “ কুল হু আল্লাহু আহাদ” (সুরা ইখলাস) সম্পর্কে বলেন, এ সুরাটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।(মুসলিম-৮৮২)।

১০১২(রিয়াদুস সালেহীন)হযরত আবু সাঈদ খুদরী(রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে ‘কুল হু আল্লাহু আহাদ’ (সুরা ইখলাস) পাঠ করতে শুনে। সে বার বার তা পড়ছিল। সকাল হবার পর প্রথম ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ(সাঃ) এর কাছে গিয়ে এ ঘটনা বর্ণনা করেছিল। আর ব্যক্তিটি যেন এ আমলটিকে সামান্য মনে করেছিল।রাসুলুল্লাহ(সাঃ)বলেন, যে সত্তার হাতে আমার জীবন তাঁর শপথ, এ সুরাটি কুরআনের এক তৃতীয়াংশের সমান। (বুখারী-৫০১৩)